সংবাদ

তারিখ 14 OCT 2015
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬

পেশাদার শিক্ষক

মো. আবুল বাশার

একজন শিক্ষক পেশাদার কি না– এ নিয়ে চলে নানা রকম যুক্তি উপস্থাপন, তর্ক ও বিতর্ক। কাউকে কাউকে বলতে শোনা যায় যে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একজন শিক্ষক যখন ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পেয়ে তার সহকর্মীকে সহায়তার পরিবর্তে নিয়মনীতির কথা মুখের ওপর বলে দিতে পারেন তিনিই নাকি পেশাদার শিক্ষক। আবার কেউ কেউ বলে থাকেন যিনি খুবই চমৎকার করে তার বিষয়বস্তু উপস্থাপন করেন, শিক্ষকসুলভ পোশাক পরেন ও অন্যদের সঙ্গে খুবই কম কথা বলেন তিনিই পেশাদার শিক্ষক। কারও কারও মতে, যিনি শিখন-শেখানো কাজে খুবই ভালো কিন্তু উত্তরপত্র মূল্যায়নসহ শিক্ষার্থী মূল্যায়ন থেকে দূরে থাকেন নিরপেক্ষতার কারণ দেখিয়ে তিনিই পেশাদার শিক্ষক।

কিছু লোক গৌরব করে বলেন যে, যার শিক্ষাগত যোগ্যতার (সাধারণ ডিগ্রির) সঙ্গে পেশাগত ডিগ্রি আছে (বি,এড; এম. এড, ডিপ-ইন-এড বা শিক্ষা বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রি) তিনিই পেশাদার শিক্ষক। প্রকৃত অর্থে শিক্ষণের ক্ষেত্রে কেবল পেশাগত ডিগ্রি অর্জনই পেশাদার শিক্ষক তৈরি করে না বা একটি নির্দিষ্ট পেশায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে পেশাদারি হওয়ার নিশ্চয়তা প্রদান করে না। আবার উল্লিখিত বিভিন্নজনের মতামতও পেশাদার শিক্ষকের প্রকৃত বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন নয়। পেশাদার শিক্ষক হওয়া অনেক কঠিন কাজ। কেননা শিক্ষককে অনেক ভালো ভূমিকা নিতে হয়।

তাই ওপরে বর্ণিত ধারণাগুলো কতটা গ্রহণযোগ্য বা গ্রহণযোগ্য নয় তা বুঝতে আমরা খুঁজে দেখতে চাই পেশাদার শিক্ষকের ভূমিকাগুলো। পেশাদার শিক্ষকের কিছু ভূমিকা বা বৈশিষ্ট্য হতে পারে- এক. পেশাদার শিক্ষককে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের আস্থা অর্জনের জন্য একাডেমিক বছরের প্রথম থেকেই একটি ভালো ধারণা তৈরির ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে; দুই. পেশাদারি পোশাক তথা রুচিসম্মত পোশাক একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়; তিন. পেশাদার শিক্ষক সর্বদা সঠিক সময়ে নির্ধারিত কাজ করবেন। একজন পেশাদার শিক্ষক প্রতিটি দিন ভালোভাবে শুরু হওয়ার গুরুত্ব বুঝবেন। সত্যিকারের পেশাদার শিক্ষক কমপক্ষে প্রথম ঘণ্টা বাজার ২০ মিনিট পূর্বেই প্রতিষ্ঠানে উপস্থিত হবেন যা তাকে দিনের কাজ এগিয়ে নিতে সহায়তা করবে, মানসিকভাবে তৈরি করবে। চার. নিজেকে প্রস্তুত করা। দিনের কাজ যথাযথভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আগের রাতে পরিকল্পনা প্রণয়ন করবেন। তিনি প্রতিটি পাঠের জন্য পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিকল্পনা প্রণয়ন করবেন। কার্যসূচিতে এবং মূল্যায়নে কেবল পাঠ্যসূচি শেষ করার পরিকল্পনা করবেন তা নয় বরং শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট বিষয়ে দীর্ঘমেয়াদি সাফল্যের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করবেন। পাঁচ. বিদ্যালয়ে বিদ্যমান নিয়ম ও পদ্ধতি অনুসরণ করা আর একটি বৈশিষ্ট্য; ছয়. শ্রেণীকক্ষ ও শ্রেণীর দায়িত্ব গ্রহণ করা। শিক্ষার্থীদের আচরণ ব্যবস্থাপনা, শ্রেণী শৃঙ্খলার জন্য বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সহায়তা নির্ভর হওয়া উচিত নয়। এ দায়িত্বগুলি তাকেই নিতে হবে। সাত. পেশাদার শিক্ষক কখনও সময়সীমা মিস করবেন না। পেশাদার শিক্ষক তার কাজ সময়মতো এগিয়ে রাখেন পক্ষান্তরে অপেশাদার সময়সীমার শেষ মিনিটে কাজ করেন বা ছেড়ে দেন; আট. শিক্ষার্থীদের কাজের নম্বর প্রদান বা গ্রেড প্রদান আপ-টু-ডেট রাখা। এক্ষেত্রে তিন দিন সীমারেখার নিয়ম প্রয়োগ করা উচিত। যদি শিক্ষার্থীদের কাজের ফলাবর্তন ও মূল্যায়ন/ পরীক্ষার গ্রেড প্রদানে দীর্ঘ সময় নেন তবে শিক্ষার্থীরা ফলাবর্তন গ্রহণের আগ্রহ হারিয়ে ফেলবে; নয়. সহকর্মীদের সঙ্গে শ্রদ্ধাবোধের সম্পর্ক স্থাপন। আদর্শ মানের শ্রদ্ধাবোধ কর্তৃপক্ষের ও সহকর্মীদের প্রতি শিক্ষার্থীদের শ্রদ্ধা অর্জনের পথ সহজ করে; দশ. পেশাদার শিক্ষক নিজের কাজের প্রতি ধৈর্যশীল, ইতিবাচক এবং উৎসাহী হবেন। একজন পেশাদার শিক্ষক স্টাফরুমে কারও প্রতি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করবেন না, নির্বোধ পরচর্চায় নিয়োজিত হবেন না এবং অন্যদের মাঝে ভিন্নমত ছড়িয়ে দিবেন না। এগার. পরিবর্তনের সঙ্গে একাত্ম হওয়া বা গ্রহণ করার মানসিকতা। ইতিবাচক পরিবর্তন গ্রহণের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। পেশাদার শিক্ষকের কণ্ঠে নেতিবাচক কথা আসবে না। যেমন: এই স্কুলে কাজ হবে না। ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরি ও ব্যবহার করা সম্ভব নয় ইত্যাদি; বার. প্রতিটি শিক্ষার্থীর প্রতি আগ্রহ প্রদর্শন। পেশাদার শিক্ষকের প্রভাব ও তার নিজ বিষয়ের প্রভাব শিক্ষার্থীদের মনোভাব ও সাধারণভাবে তাদের জীবনের ওপর থাকবে। মনে রাখতে হবে যে, শিক্ষকের স্পর্শ অনন্তকাল থাকবে, তারা জানে না তাদের প্রভাব কোথায় শেষ হবে; তের. শিক্ষার্থীদের সাথে সম্মানের সহিত আচরণ করা। অন্যদের কাছে কখনও প্রকাশ্যে শিক্ষার্থীদের খেলো বা তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা উচিত না। তাদের ফলাফল বা গ্রেড নিয়ে অন্য শিক্ষার্থীদের সামনে আলোচনা না করা। ব্যক্তিগত বিষয়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে তাদের পরিবার, পটভূমি, ধর্ম, আচরণ এবং ব্যক্তিগত পরিচিতিমূলক আলোচনা ত্যাগ করবেন; চৌদ্দ. বন্ধু নয় পরামর্শ দাতা হতে হবে। শব্দ চয়নে এবং আদর্শ মূল্যবোধ গঠনে সতর্ক থাকতে হবে। কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা দলের ওপর প্রভাব পরে কিনা বিবেচনা করতে হবে; পনের. গোপনীয়তা বজায় রাখা পেশাদার শিক্ষকের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। একজন পেশাদার শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সুপ্ত সম্ভাবনায় পৌছাতে সহায়তা করার জন্য শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত তথ্য ব্যবহার করবেন। তবে কোন অবস্থাতেই গোপনীয় তথ্য চা বিরতির সময় প্রকাশ করা হবে না বা শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না; ষোল. পিতামাতা / অভিভাবকের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা। প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা প্রক্রিয়ায় পিতামাতাকে অন্তর্ভুক্ত করতে চেষ্টা করা এবং প্রতিষ্ঠানের নিয়ম শৃঙ্খলা, পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ায় তাদের সমর্থন লাভের জন্য উৎসাহিত করা উচিত। তাদের সঙ্গে যোগাযোগের সময় শান্ত ও ভদ্র আচরণ করবেন। তাদের স্মরণ করিয়ে দিতে হবে যে, তার সন্তানের চাহিদার বিষয়গুলোর আলোচনা আন্তরিকভাবে আগ্রহের সহিত গ্রহণ করা উচিত; সতের. নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার প্রদান: পেশাদার শিক্ষক হিসেবে মনে রাখতে হবে যে, বিদ্যালয়, সমাজ এবং শিক্ষার্থীদের সেবা প্রদান করবেন বলে আহ্বান করেছেন। শিক্ষককে বিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের অভিভাবকের দায়িত্ব পালনের কথা গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হবে; আঠার. সহকর্মী এবং বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে সহায়তা ও সমর্থন প্রদান। পেশাদার শিক্ষককে নিজের ওপর প্রতিষ্ঠানের চাহিদার কথা স্মরণ রাখতে হবে। আরও মনে রাখতে হবে তিনি একদল পেশাদারদের একজন মাত্র। যাদের লক্ষ্য ও স্বপ্ন অভিন্ন; উনিশ. নিজের লক্ষ্যকে অগ্রাধিকার প্রদান। নিজের শিক্ষার্থীদের ক্রমাগতভাবে উন্নতির জন্য বেঞ্চমার্ক নির্ধারণ করবেন। প্রাপ্য ক্ষেত্রে প্রচুর প্রশংসা করা এবং এর পাশাপাশি যাদের সহায়তা প্রয়োজন তাদের গ্রেডের উন্নতির জন্য সৃজনশীল উপায় খুঁজে বের করবেন; বিশ. শিক্ষার্থীর ফলাফলের দায়িত্ব নেয়া। শিক্ষার্থীর ফলাফল একজন পেশাদার শিক্ষককে প্রতিফলিত করে। মনে রাখতে হবে, একজন শিক্ষক যা করছেন তার প্রতিফলনই শিক্ষার্থীর ফলাফল; একুশ. জনসাধারণের সঙ্গে পেশাগত আচরণ করা। সর্বদা স্কুলের কাজে সহায়তা করবেন যাতে নেতিবাচক মানুষজন প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি করতে না পারে। কুবচন এবং জনসাধারণের সঙ্গে অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণ কেবল সমাজের সদস্যদের কাছে শিক্ষকের সম্মান হারাবে না বরং এ পেশার বৃহত্তর ক্ষতি করবে; বাইশ. শিক্ষানীতি এবং আইন পাশাপাশি রেখে সে অনুযায়ী নিজের কর্মকাণ্ড স্থির করা ও আচরণ করা; তেইশ. ক্রমাগতভাবে নতুন বিষয়জ্ঞান খোঁজা এবং তা শেয়ার করা। নিজেকে মানসিকভাবে শানিত রাখার জন্য সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ কোর্স গ্রহণ করবেন; চব্বিশ. পাঠকে সহজ করা। ভালো শিক্ষক জটিল বিষয়কে সহজে বুঝাতে পারেন। উদাহরণ, মডেল এবং রঙিন ছবি এবং ফটোগ্রাফ ব্যবহার করেন। শিক্ষার্থীরা পাঠের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হতে পারে; পঁচিশ. শিক্ষার্থীদের মনোযোগী রাখা। নিজের শিক্ষার্থীদের শিক্ষক যে জ্ঞান বিতরণ করছেন তা গুরুত্বপূর্ণ কেন এবং তারা এ জ্ঞান কিভাবে বাস্তব জীবনে/ দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করতে পারে তা শিখাতে হবে। অতঃপর যা শেখাবেন তা শিক্ষার্থীরা বেশি করে মনে রাখবে। উল্লিখিত ভূমিকাগুলো ছাড়াও আরও অনেক ভূমিকা পেশাদার শিক্ষককে পালন করতে হয়। তবে উল্লিখিত কাজগুলো যথাযথভাবে করতে পারলে একজন শিক্ষক সত্যিকারভাবেই পেশাদার শিক্ষকে পরিণত হবেন। আর পেশাদার শিক্ষকই পারেন শিক্ষার্থী, শিক্ষক, শিখন পরিবেশ ও শিক্ষার গুণগত মান রক্ষায় সহায়তা করতে। আর উপরে বর্ণিত বিষয়গুলো সম্পর্কে সচেতনতাই পারে সমাজের বিভিন্ন জনের দৃষ্টিতে পেশাদার শিক্ষকের ভূমিকা বা বৈশিষ্ট্য সংক্রান্ত প্রচলিত ও খণ্ডিত ধারণা পরিবর্তন করে সঠিক ধারণ প্রদান করতে।

[লেখক : সহকারী অধ্যাপক, ভূগোল, সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, সিলেট।]
bashamsl@hotmail.com

কিছু লোক গৌরব করে বলেন যে, যার শিক্ষাগত যোগ্যতার (সাধারণ ডিগ্রির) সঙ্গে পেশাগত ডিগ্রি আছে (বি,এড; এম. এড, ডিপ-ইন-এড বা শিক্ষা বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রি) তিনিই পেশাদার শিক্ষক। প্রকৃত অর্থে শিক্ষণের ক্ষেত্রে কেবল পেশাগত ডিগ্রি অর্জনই পেশাদার শিক্ষক তৈরি করে না বা একটি নির্দিষ্ট পেশায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে পেশাদারি হওয়ার নিশ্চয়তা প্রদান করে না। আবার উল্লিখিত বিভিন্নজনের মতামতও পেশাদার শিক্ষকের প্রকৃত বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন নয়। পেশাদার শিক্ষক হওয়া অনেক কঠিন কাজ। কেননা শিক্ষককে অনেক ভালো ভূমিকা নিতে হয়।